দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 AUG 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

৪৭

শিক্ষাঙ্গন

বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিন

আমি একজন অভিভাবক। ১৯৮১ সনে এইচ, এস, সি পাস করার পর আমার ছেলেকে/ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেই। আজও তার পরীক্ষা শেষ হল না। আর কতকাল এভাবে চলবে? আমরা অভিভাবকরা আর তো পারি না। তাই একটাই অনুরোধ বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিন— ক্লাস ও পরীক্ষা হতে দিন। আমাদের সন্তানদের নিয়ে এ খেলা বন্ধ করুন। যাদের হাতে অস্ত্র রয়েছে, যারা সত্যিকার অর্থে ছাত্র-ছাত্রী নয়, শিক্ষক শিক্ষিকাও নয়, যারা দুষ্কৃতকারীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয় নিজেদের হীন স্বার্থে, তাদের কাছেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য সহযোগিতা চাওয়া হয়। তাই বলছি, এ খেলা বন্ধ করুন। দেশের প্রচলিত আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্ত শাসনের ধূয়া তুলে অপরাধীদের শাস্তি প্রদানে বাধা দিবেন না। যে কাজ করার দায়িত্ব আপনাদের নয়— সামর্থও নেই স্বায়ত্ত শাসনের ধূয়া তুলে তা করতে যাবেন না। মনে রাখবেন, আপনাদের বেতন-ভাতা বন্ধ নেই— সুযোগ-সুবিধারও কমতি নেই। কিন্তু যে জন্য আপনারা বেতন-ভাতা পাচ্ছেন, সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন, সেই লেখাপড়ার কাজটি হচ্ছে না। কোন তন্ত্র-মন্ত্র নয়, আমাদের সন্তানদের লেখাপড়াই আমাদের একমাত্র দাবী। লেখাপড়া শিখতে দিন তাদেরকে। সম্মানীয় ভিসি সিনডিকেট, সিনেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষিকা এবং সন্তানপ্রতিম সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি অনুরোধ— প্রশাসনিক ও আইন-শৃংখলার ব্যাপারে আপাততঃ স্বায়ত্ত শাসনের কথা ভুলে যান। দুষ্কৃতকারী দমনে বিশ্ববিদ্যালয়, হলসমূহ * তথা গোটা শিক্ষার পরিবেশকে অস্ত্রধারীদের হাত থেকে উদ্ধার ও রক্ষা করার জন্য পুলিশ ও বিডিআর বাহিনীর সাহায্য নিন। নিঃশর্তভাবে তাদেরকে কাজ করতে দিন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্যই স্বায়ত্ত শাসন—স্বায়ত্ব শাসনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় নয়। আমাদের সন্তানদের এভাবে আর ধ্বংস করতে দেবেন না। বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিয়ে তাদের লেখাপড়া করতে দিন।

—মোঃ আবুল হোসেন